প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক কার্বন উদগীরণ শূন্যের কোঠায় নামানোর আহবান জানিয়েছেন নাগরিক এবং উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন সমূহ।

আজ ২৪ জুন, ২০২১ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক নাগরিক মানব বন্ধনের আয়োজন করে সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সি.পি.আর.ডি.), শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এস.ডি.এস.), কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সি.ডি.পি.), কোস্ট ফাউন্ডেশন, ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ইপসা), কোস্টাল লাইভলিহুড এন্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক (ক্লিন) এবং বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এক্সটার্নাল ডেট (বি.ডব্লিউ.জি.ই.ডি)।

মানব বন্ধনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সি.পি.আর.ডি'র নির্বাহী প্রধান জনাব মোঃ শামছুদ্দোহা।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জনাব কাউসার রহমান, সভাপতি, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম, জনাব মীহির বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), জনাব আমিনুর রাসূল, নির্বাহী প্রধান, উন্নয়নধারা ট্রাষ্ট, জনাব নীখিল চন্দ্র ভদ্র, সিনিয়র সাংবাদিক, দৈনিক কালের কণ্ঠ, জনাব মো: আকিব জাবেদ সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট সি.পি.আর.ডি. এবং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ, মানব বন্ধনটি সঞ্চালনা করেন সি.পি.আর.ডি.'র রিসার্চ এন্ড এডভোক্যাসি অ্যাসিস্ট্যান্ট আল ইমরান।

জনাব মো: শামছুদ্দোহা তাঁর বক্তব্যে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি অনস্বীকার্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানীরা বৈশ্বিক জলবায়ুর এই পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে মানবজাতির অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন কর্মকান্ডকে চিহ্নিত করেছেন। প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ইতোমধ্যেই পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ১.১ ডিগ্রি সে. বেড়েছে। মানুষের নানান কর্মকান্ডের ফলে বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ বিশেষ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর মাত্রাতিরিক্ত উদ্গীরণকে জলবায়ু পরিবর্তন তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসমূহের সার্বজনীন কর্মকাঠামো UNFCCC গৃহীত হয়। এই কর্মকাঠামোতে পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে রাখার প্রত্যয়ে রাষ্ট্রসমূহকে কার্বন উদ্গীরণ হ্রাসকরণের ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া হয়। কিন্তু UNFCCC গৃহীত হওয়ার প্রায় তিন দশক অতিবাহিত হলেও সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের কর্তব্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। UNFCCC-তে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তথা জলবায়ু পরিবর্তন সংঘটনে নিজেদের দায়ভার স্বীকার করে নিলেও পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘ সময় ধরে তারা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি ১৯৯৭ সালে গৃহীত কিয়োটো প্রটোকল অনুসারে কার্বন উদ্গীরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও শিল্পোন্নত দেশসমূহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এযাবৎকালে অনুষ্ঠিত হওয়া জলবায়ু সমঝোতা সম্মেলনগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের বিষয়ে তিনি বলেন, ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত ১৬তম জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত কানকুন চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধি প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে পোল্যান্ডের ওয়ারসোতে অনুষ্ঠিত ১৯তম জলবায়ু সম্মেলনে সকল রাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও প্রেক্ষাপট অনুসারে কার্বন উদগীরণ হ্রাসে সম্মত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ২১তম জলবায়ু সম্মেলনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রসমূহ তাদের কার্বন উদ্গীরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত প্রতিবেদন (যা 'জাতীয়ভাবে নির্ণীত লক্ষ্যমাত্রা বা অবদান 'NDC' নামে স্বীকৃত) UNFCCC-তে জমা দেয়। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে, যদি রাষ্ট্রসমূহ তাদের NDC -এর মাধ্যমে দাখিলকৃত কার্বন উদগীরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেও তবুও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য যথেষ্ট হবেনা, বরং পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ২১০০ সাল নাগাদ প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যেতে পারে, যা পৃথিবীকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবে। এই অবস্থায় ২১০০ সাল নাগাদ পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি প্রাক-শিল্পবিপ্লব পর্যায় থেকে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে সীমাবদ্ধ রাখা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে UNFCCC একটি গাইডলাইন তৈরী করে এবং সদস্য দেশসমূহকে এই গাইডলাইন অনুসরণ করে পূর্বে জমাদানকৃত NDC -এর লক্ষ্যমাত্রা পুনর্মূল্যায়ন করে বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা

UNFCCC-তে জমা দিতে বলে। বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা সংবলিত পুনর্মূল্যায়িত NDC-কে 'Enhanced NDC' নামে অভিহিত করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

জনাব মো: শামছুদ্দোহা আরও বলেন IPCC'র '১.৫° সে. রিপোর্ট'-এ কার্বন নির্গমন হ্রাসের বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে তিনটি কৌশলের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে পরিচ্ছন্ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে এটি ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে যথাশীঘ্র সরে আসা এবং নবায়নযোগ্য উৎস হতে জ্বালানির বর্ধিত চাহিদা মেটানো। এক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহকে ২০৩০ সালের মধ্যে, অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ২০৪০ সালের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২০৫০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে সরে আসতে হবে এবং একইসাথে বহুজাতিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই খাতে বিনিয়োগ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন, এতে বিনিয়োগ এবং এর ব্যবহার কমেনি। জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্বন উদ্গীরণকারী হচ্ছে কয়লা। উন্নত ও অগ্রসরমান উন্নয়নশীল দেশসমূহ নিজেদের দেশে কয়লার ব্যবহার কমালেও কয়লার উৎপাদন চালু রেখেছে। পাশাপাশি অনুন্নত দেশসমূহে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে অর্থায়ন অব্যাহত রেখেছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কয়লাসহ অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন, এগুলোতে বিনিয়োগ, এবং এদের ব্যবহার বন্ধে সুস্পষ্ট ও দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিতকরণের জন্য ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন (CO_2) ভারসাম্য পূর্ণ (Net-Zero Carbon) পৃথিবী গড়ার তাগিদ দেন।

জনাব কাউসার রহমান বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের টাকা ক্ষতিগ্রস্ত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ গুলোকে সহজ শর্তে প্রদান করতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন বাংলাদেশকে তার সকল উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোকে একটি আমব্রেলা পরিকল্পনার অধীন করতে হবে, মুজিব প্রোসপারিটি প্ল্যানটিকেও আমরা একটি আমব্রেলা প্লান হিসাবে তৈরী করতে পারি।

জনাব মীহির বিশ্বাস বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বৈশ্বিক উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরকেও আরও সচেতন হতে হবে। Enhanced NDC পরিকল্পনাটি আমাদের জন্য একটি সুযোগ হতে পারে, আমাদের উচিত একটি যথাযথ NDC তৈরী করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

জনাব জনাব আমিনুর রাসূল বলেন, বাংলাদেশ কম কার্বন উদগীরণ করেও সবচেয়ে আধিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা যদি এখনই যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থ হই তা হলে আমাদের কঠিন মূল্য দিতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা গুলো টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব হতে হবে।

জনাব নীখিল চন্দ্র ভদ্র বলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল। বাংলাদেশকে এখনই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় Enhanced NDC প্রণয়নে বিশ্বসম্প্রদায়কে আরও জোরালো পদক্ষেপ নিতে তিনি জোর দাবি জানান।

বার্তা প্রেরক
আল ইমরান
রিসার্চ এন্ড এডভোক্যাসি অ্যাসিস্ট্যান্ট
সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সি.পি.আর.ডি.)
মোবাইল - ০১৮৭৮৯২৬১৫২
ওয়েবসাইট - https://cprdbd.org/